# অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন
(Economic Growth and Development)

**ইউনিট ১০**

**ভূমিকা**

সাধারনত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন শব্দ দুইটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অর্থনীতির আলোচনায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমার্থক নয়। উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল। উন্নয়নশীল দেশসমূহের বৈশিষ্ট্যগুলো বাংলাদেশে বিদ্যমান। তাই বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতেরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানব সম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

| | |
|---|---|
| **ইউনিট সমাপ্তির সময়** | **ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৭ দিন** |

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**


পাঠ ১০.১ প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন

পাঠ ১০.২ উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ

পাঠ ১০.৩ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমস্যা ও সমাধান

পাঠ ১০.৪ বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন কার্যক্রম

# পাঠ ১০.১ প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন (Growth and Development)

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।

## মূলপাঠ

**অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা**

সাধারণত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন শব্দ দুইটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অর্থনীতির আলোচনায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এক জিনিস বোঝায় না। অধ্যাপক সুম্পিটার ও মিসেস হিকস্ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়াই কোন দেশের জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বোঝায়। পক্ষান্তরে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়ন সাধন করে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিকে বোঝায়।

**অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য**

প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে এদের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্যসমূহ লক্ষ্য করা যায়:

১। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রেই জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক হাতিয়ারগুলোকে সুদক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা হয়। পক্ষান্তরে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশের অর্থনীতির মৌলিক কাঠামো পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশের জাতীয় আয় দেশের অন্যান্য উন্নয়ন সূচক বৃদ্ধি পায়।

২। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় কেবলমাত্র পরিমাণগত পরিবর্তন আসে। পক্ষান্তরে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় গুণগত ও পরিমাণগত উভয় প্রকার পরিবর্তন সাধিত হয়।

৩। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি বিস্তৃত বা ব্যাপক ধারণা। অপরপক্ষে, প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে একটি সংকীর্ণ ধারণা।

৫। শ্রমিকের জীবন ধারণ উপযুক্ত মজুরির চেয়ে কম মজুরি দিয়ে এবং অধিকতর পরিশ্রম করে জাতীয় আয় বৃদ্ধির ফলে প্রবৃদ্ধি হয় কিন্তু তাতে উন্নয়ন নাও হতে পারে।

৬। উৎপাদনের গঠন প্রণালি বাদ দিয়ে উন্নয়ন নাও হতে পারে। যেমন: আবহাওয়ার অনুকূল অবস্থার কারণে কোন বছর কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে। এ ক্ষেত্রেও জাতীয় বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যাবে না, কিন্তু এটা অবশ্যই প্রবৃদ্ধি।

| শিক্ষার্থীর কাজ | |
|---|---|
| অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারের আর কি পদক্ষেপ নিতে পারে? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন। | |

## সারসংক্ষেপ

- অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি বলতে বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়াই কোন দেশের জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বুঝায়। পক্ষান্তরে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়ন সাধন ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করাকে বোঝায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১

**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

১। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্যকে নিরূপণ করেছেন।

ক. অধ্যাপক সুম্পিস্টার ও কেইনস
খ. কেইনস ও মিসেস হিকস
গ. এডাম স্মিথ ও রিকার্ডো
ঘ. অধ্যাপক সুম্পিটার ও মিসেস হিকস্

২। ২০১৭ সালে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলার)-

ক. ১৪০২ খ. ১৭০২ গ. ১৬০২ ঘ. ১৫০২

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

'ক' দেশের সরকার নানামুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দ্বারা দেশটিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনীতির বিভিন্ন গুনগত পরিবর্তন সাধন করেছেন।

২। 'ক' দেশের সরকার দেশটির জন্য কি করেছেন?

ক. অসম উন্নয়ন খ. সুষম উন্নয়ন গ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘ. দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি

৩। উক্ত পরিবর্তনের ফলে দেশটিতে–

i. শিক্ষার হার বাড়বে
ii. প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে
iii. দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

# পাঠ ১০.২ উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ (Developed, Under Developed and Developing Country)

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।

## মূলপাঠ

### উন্নত দেশের ধারণা

উন্নত দেশ বলতে সে সব দেশকে বোঝায় যে সব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত স্তরে পৌঁছে গিয়েছে। এসব দেশে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয় এবং উৎপাদন ক্ষেত্রের প্রতিনিয়ত উন্নতি হয়। তাছাড়া এসব দেশ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও অনেক অগ্রগামী। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদি খাতগুলো খুবই উন্নত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সমাজের সম্পদের পরিমাণের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং বেকারত্বের হার খুবই কম। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অব্যাহত উদ্বৃত্ত, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ হারও এসব দেশের বেশি। অর্থাৎ যে সমস্ত দেশ আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সফল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের যাবতীয় প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার করে উন্নয়নের সকল সূচকের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে সে দেশগুলোকে উন্নত দেশ বলে। যেমন- আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জাপান, জার্মানী ইত্যাদি দেশগুলো।

### অনুন্নত দেশর ধারণা

যে সব দেশের জনসাধারনের মাথাপিছু আয় উন্নত দেশের তুলনায় খুবই কম ও জীবন যাত্রার মান অত্যন্ত নিচু এবং অধিকাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে সে সব দেশকে অনুন্নত দেশ বলা হয়। যেমন- মালে, ভূটান, ইথিওয়পিয়া ইত্যাদি।

### উন্নয়নশীল দেশের ধারণা

উন্নয়নশীল দেশ বলতে সে সব দেশকে বোঝায় যে সব দেশে কিছুটা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং ক্রমশ উন্নয়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে। যে সব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি রচিত হয়েছে এবং যে দেশগুলো অর্থনৈতিক স্থবিরতা কাটিয়ে ওঠে ক্রমশ উন্নয়নের পথে ধাবিত হচ্ছে সে সব দেশকে উন্নয়নশীল দেশ বলে। অনুন্নত দেশের অর্থনীতি স্থবির হলেও উন্নয়নশীল দেশ বলতে একটি গতিশীল অর্থনীতি বোঝায়। উন্নয়নশীল দেশের জনগনের মাথাপিছু আয়ও জীবন যাত্রার মান উন্নত দেশের তুলনায় কম। তবে এসব দেশ সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টায় দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সচেষ্ট থাকে। ফলে এসব দেশের অর্থনীতি ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে। যেমন- বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ইত্যাদি।

### উন্নতদেশের বৈশিষ্ট্যসমুহ

নিচে উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হল:

**১. উচ্চ জাতীয় ও মাথাপিছু আয়:** উন্নত দেশগুলোর জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ খুব বেশি। সুইজারল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইংল্যান্ড প্রভৃতি উন্নত দেশের মাথাপিছু আয় গড়ে প্রায় ৩০,০০০ ডলারের বেশি।

**২. উচ্চ জীবনযাত্রার মান:** মাথাপিছু আয় বেশি বলে উন্নত দেশের জনগনের জীবনযাত্রার মানও খুবই উন্নত। ফলে এ সমস্ত দেশের জনসাধারণ জীবনধারণের আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে।

৩. **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার:** উন্নত দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে।

৪. **মূলধনের প্রাচুয:** উন্নত দেশে জনসাধারণের মাথাপিছু আয়বেশি। ফলে এ সমস্ত দেশে সঞ্চয়, মূলধন ও বিনিয়োগের পরিমানও অধিক।

৫. **প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাত্মক ব্যবহার:** উন্নত দেশসমূহ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এবং এ সব দেশে অধিক মূলধন ও দক্ষ জনশক্তি থাকায় প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদের সুষ্ঠুভাবে পূর্ণ ব্যবহার হয়ে থাকে।

৬. **উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা:** পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। উন্নত দেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নত।

৭. **লেনদেনের ভারসাম্য:** বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নত দেশের বাণিজ্যিক ও লেনদেনের ভারসাম্য সর্বদা অনুকূলে থাকে। এ সব দেশে বেশির ভাগ প্রয়োজনীয় দ্রব্য দেশের ভিতরেই উৎপাদন করা হয় এবং অধিকাংশ দ্রব্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত হয়। সে জন্য উন্নত দেশগুলো খুব কম দ্রব্য আমাদানি করে কিন্তু অধিক পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানি করে থাকে।

৮. **জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম:** উন্নত দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সাধারনত ০% থেকে ১% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। জনসংখ্যা এ সব দেশে কোনরূপ সমস্যা নয় বরং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক।

৯. **শিক্ষার ব্যাপক প্রসার:** উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে উন্নত দেশের সমাজ থেকে সকল প্রকার কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূরীভূত হয়েছে।

১০. **সামাজিক নিরাপত্তা:** উন্নত দেশগুলোর জাতীয় আয়ের পরিমাণ বেশি বলে তাদের পক্ষে শ্রমিক শ্রেণিকে রোগ, দূর্ঘটনা, বেকারত্ব প্রভৃতি সমস্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।

১১. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা:** শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে উন্নত দেশের প্রতিটি নাগরিক সমাজ সচেতন। ফলে এ সমস্ত দেশ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এ সব দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ উচ্চাসনে প্রতিষ্টিত।

১২. **নারী স্বাধীনতা:** নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে উন্নত দেশের নারীসমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ ও সমান দায়িত্ব বহন করে।

১৩. **উন্নত মুদ্রা বাজার:** উন্নত দেশের মুদ্রা ও মূলধনবাজার খুবই উন্নত এবং বিস্তৃত। ব্যাংক, বীমাসহ বিভিন্ন অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক প্রসার হয়েছে। ফলে মানুষের ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সমাজে দ্রুত ও সহজে মূলধন গঠিত হচ্ছে। এ সকল বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিচার করলে দেখা যায় পৃথিবীতে উন্নত দেশ খুব কম।

**অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ**

এসব দেশে স্বল্প উৎপাদনের কারণে মাথাপিছু প্রকৃত আয় কম ও জীবনযাত্রার মান খুব নিচু এবং প্রকৃত অর্থে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয় নি। নিচে অনুন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হল:

১. **কৃষির ওপর বেশি নির্ভরশীলতা:** অনুন্নত দেশ সাধারণত কৃষিনির্ভর হয়ে থাকে। দেশের অধিকাংশ জনগন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিকাজে নিয়োজিত। কৃষি জাতীয় উৎপাদনের বৃহত্তম খাত।

২. **কৃষি ব্যবস্থা অনুন্নত:** জমির ত্রুটিপূর্ণ মালিকানা, অবৈজ্ঞানিক চাষ পদ্ধতি, স্বল্প বিনিয়োগ, কৃষি উপকরণের অভাব, প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থা প্রভৃতি কারণে এ সব দেশে কৃষি উৎপাদন কম।

৩. **শিল্পখাত অনুন্নত ও অপ্রসারিত:** এ সব দেশে জাতীয় উৎপাদনের মাত্র ৮ থেকে ১০ ভাগ শিল্প থেকে আসে। মূলধন ও প্রযুক্তি বিদ্যার অভাবে এ সমস্ত দেশে বৃহদায়তন ও ভারী শিল্পের বিকাশ ঘটে না।

৪. **স্বল্প মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার নিম্নমান:** কৃষি ও শিল্পের নিম্ন উৎপাদনশীলতার জন্য অনুন্নত অর্থনীতিতে মাথাপিছু আয় খুব কম এবং জীবনযাত্রার মান অতি নিম্ন।

৫. **দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি:** চরম দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি কারণে এ সমস্ত দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

৬. **ব্যাপক বেকারত্ব:** বিনিয়োগের স্বল্পতার জন্য ব্যাপক বেকারত্ব বিরাজ করে। কৃষিক্ষেত্রে ও প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বিদ্যমান।

৭. **দূর্বল অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো:** অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো অনুন্নত। যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা খুব কম।

৮. **বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিকূলতা:** অনুন্নত দেশ কৃষি দ্রব্য রপ্তানি ও শিল্পদ্রব্য আমদানি করে বলে এসব দেশে বাণিজ্যিক ভারসাম্য প্রতিকূল থাকে।

৯. **বৈদেশিক সাহায্যের উপর অতি নির্ভরতা:** অনুন্নত দেশে অভ্যন্তরীণ সম্পদের স্বল্পতা হেতু বৈদেশিক সাহায্যের অতি-প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। দেশের উন্নয়ন বাজেটের সিংহ ভাগ বিদেশী অর্থের উপর নির্ভরশীল।

১০. **সংগঠকের অভাব:** সংগঠকের অভাব অনুন্নত দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পূঁজি বিনিয়োগ করে ঝুঁকি বহন করার মত উদ্যোক্তার সংখ্যা এ সমস্ত দেশে নিতান্তই কম। ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা না থাকার ফলে তারা পূঁজি বিনিয়োগের ঝুঁকি গ্রহণ করতে চায় না। ফলে, এ সমস্ত দেশে দ্রুতগতিতে ব্যাক্তিগত উদ্যোগে শিল্পকারখানা খুব কমই গড়ে উঠে।

১১. **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা:** অধিকাংশ অনুন্নত দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক ও সামাজিক আর্দশের অভাবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নে অসুবিধা দেখা দেয়।

১২. **দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র:** অনুন্নত দেশগুলো দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ। অনুন্নত অর্থনীতির সকল দিকেই উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এই প্রতিবন্ধকতাগুলো একদিকে যেমন দারিদ্র্যের কারণ অন্যদিকে এরা আবার দারিদ্র্যের ফলশ্রুতি। অধ্যাপক নার্কস্ প্রথম এ 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' ব্যাখ্যা করেন।

**উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ**

উন্নয়নশীল দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হল:

১. **পরিকল্পিত উন্নয়নের সূচনা:** এ সমস্ত দেশ পরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থবিরতা কেটে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে খানিকটা অগ্রসর হয়।

২. **কৃষি উন্নয়ন:** উন্নয়নশীল দেশের কৃষি ব্যবস্থায় পুরাতন মান্ধাতার আমলের চাষাবাদ পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক উন্নত পদ্ধতির যাত্রা শুরু হয়। সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে এবং উন্নত ধরণের বীজ ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার শুরু হয়।

৩. **শিল্প উন্নয়ন:** এ সমস্ত দেশে শিল্পোন্নয়নের যাত্রা শুরু হয় এবং ক্রমাগত নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্টান স্থাপিত হয়। ফলে জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তবে কৃষিই এ সমস্ত দেশের জনগনের প্রধান উপজীবিকা।

৪. **জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের ক্রমোন্নতি:** কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে খানিকটা অগ্রসর হওয়ার কারণে দেশের জাতীয় আয় ও জনগনের মাথাপিছু আয় ধীরে হলেও ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

৫. **মূলধন গঠন:** উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। জনগনের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয়ের ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

৬. **জীবনযাত্রার মান:** এ সমস্ত দেশে জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ফলে দেশের জনগনের জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নতি ঘটে।

৭. **জনসংখ্যার চাপ:** চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এ সমস্ত দেশে মৃত্যুহার কমে। কিন্তু জন্মহার সে অনুপাতে কমে না। ফলে এ সমস্ত দেশে জনসংখ্যার চাপ অব্যাহত থাকে। তবে শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে পরিবার গঠনের প্রতি মানুষের আগ্রহের সৃষ্টি হয়।

৮. **বেকার সমস্যা:** শিল্পের ব্যাপক প্রসার না হওয়ার কারণে এ সমস্ত দেশে বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয় না।

৯. **প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার:** মূলধন, দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবে এ সমস্ত দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ গুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় না।

১০. **প্রতিকূল বৈদেশিক বাণিজ্য:** উন্নয়নশীল দেশগুলো কৃষি পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করে এবং শিল্পজাত পণ্য আমদানি করে। তবে আমদানির তুলনায় রপ্তানি কম বলে বাণিজ্যের ভারসাম্য প্রায় সব সময়ই এ সমস্ত দেশের প্রতিকূলে থাকে।

১১. **সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ:** উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে উন্নয়নের অনুকূল থাকে না। যৌথ পরিবার প্রথা, পর্দা প্রথা, রক্ষণশীল মনোভাব, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোবৃত্তি ও নেতিবাচক জীবনবোধ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাঁধার সৃষ্টি করে। তবে শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্ত বাঁধাগুলো ক্রমশ অপসারিত হয়।

**১২. রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দূর্বলতা:** এ সমস্ত দেশে স্থিতিশীল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠে না। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এ সমস্ত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ব্যাহত করে। তবে শিক্ষার প্রসারের ফলে এ সমস্যা ক্রমশ হ্রাস পায়।

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | |
|---|---|
| আজকের কোন উন্নয়নশীল দেশ আগামীতে কিভাবে উন্নত দেশে পরিণত হতে পারে? বিশ্লেষণ করুন। | |

**সারসংক্ষেপ**

- অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর অনুযায়ী বিশ্বকে উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশসমূহ হিসেবে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২

**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

১। অনুন্নত দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–

i. কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি
ii. কৃষিখাত কম উৎপাদনশীল
iii. শিল্পের অনগ্রসরতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i , ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

সান লি এবং রমা যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন। সান লি যে দেশ থেকে এসেছেন সেখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং দক্ষ জনশক্তি বিদ্যমান। তবে রমার দেশটিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বেকারত্ব বিদ্যমান।

২। সান লি যে দেশ থেকে এসেছেন সেই দেশটির অর্থনীতি কেমন?

ক. উন্নত খ. স্বল্প উন্নত গ. অনুন্নত ঘ. উন্নয়নশীল

৩। রমার দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হলো–

i. কৃষিনির্ভর অর্থনীতি
ii. শিল্পনির্ভর অর্থনীতি
iii. অধিক জনসংখ্যা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i , ii ও iii

# পাঠ ১০.৩ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমস্যা ও সমাধান (Problem and Solution in Economic Development of Bangladesh)

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

## মূলপাঠ

### বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

বাংলাদেশে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে কতিপয় বাধা রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু করার পূর্বে দেশে উন্নয়ন সহায়ক পরিবেশ থাকা প্রয়োজন। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ আলোচনা করা হল:

১। **সীমিত উৎপাদন ক্ষমতা, স্বল্প মাথাপিছু আয় ও মূলধনের স্বল্পতা:** বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় উন্নত দেশের তুলনায় কম, ফলে সঞ্চয় ক্ষমতা কম। মূলধনের স্বল্পতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটি অন্তরায়।

২। **কারিগরি জ্ঞানের অভাব:** স্বল্প আয়, জীবনযাত্রার নিম্নমান এবং দেশে কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্রের অভাবে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ কারিগরি শিক্ষা লাভে সমর্থ হয় না। ফলে প্রযুক্তি বিদ্যার অভাবে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের পূর্ণ ব্যবহার হয় না।

৩। **বৈদেশিক মুদ্রার অভাব:** বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করতে হয়। এ সমস্ত যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হলে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন, কিন্তু বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ কম। ফলে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন সম্ভব হয় না। এতে উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যহত হয়।

৪। **রাজনৈতিক অস্থিরতা:** বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব রয়েছে। একারণে সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না।

এছাড়াও দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব, সংকীর্ণ বাজার, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা, কৃষি ও শিল্প খাতের অনগ্রসরতা, অনুন্নত আর্থ-সামাজিক কাঠামো, প্রাকৃতিক সম্পদের অসম্পূর্ণ ব্যবহার, জনসংখ্যার চাপ ইত্যাদি কারণেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বহুলাংশে ব্যবহৃত হচ্ছে।

### বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতার সমাধান

১। উন্নত বিশ্বের মত উৎপাদন ক্ষমতা, মাথাপিছু আয় ও মূলধনের গঠন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি করতে হবে।

২। দেশে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৩। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক বাজার প্রসার লাভ করতে হবে।

৪। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন খাতের অগ্রাধিকার প্রশ্নে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫। চীনের মত জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে।

৬। বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়োজনে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হবে।

৭। এ ছাড়া দেশে দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব, সংকীর্ণ বাজার, সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, কৃষি ও শিল্প খাতের অনগ্রসরতার কারন, অনুন্নত আর্থ-সামাজিক কাঠামো ইত্যাদি দূর করতে হবে।

**শিক্ষার্থীর কাজ**

বহুমুখী শিক্ষা কিভাবে আমাদের অর্থনীতিকে আরও সুদৃঢ় করতে পারে? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন।

**সারসংক্ষেপ**

- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান সমস্যাগুলি হল: সীমিত উৎপাদন ক্ষমতা, স্বল্প মাথাপিছু আয় ও মূলধনের স্বল্পতা, কারিগরি জ্ঞানের অভাব, বৈদেশিক মুদ্রার অভাব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, কৃষি ও শিল্পখাতের অনগ্রসরতা, প্রাকৃতিক সম্পদের অসম্পূর্ণ ব্যবহার ও সরকারের উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি। উল্লেখিত সমস্যাদির সমাধানের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩**

**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

১। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা হল:

ক. উন্নত উৎপাদন ক্ষমতা
খ. উচ্চ মাথাপিছু আয়
গ. মূলধনের পর্যাপ্ততা
ঘ. কারিগরি জ্ঞানের অভাব

২। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা সমাধান হল:

ক. জনসংখ্যা বৃদ্ধি
খ. বিনিয়োগ হ্রাস
গ. প্রাকৃতিক সম্পদ সঞ্চয় রাখা
ঘ. উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

সুমনা হরতালের কারণে তার কর্মস্থলে যেতে পারেনি। এদিকে সুমনা যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সেই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যও হরতালের কারণে যথাস্থানে পাঠানো যায়নি।

৩। সুমনা তার কর্মস্থলে যেতে পারছে না কেন?

ক. যোগাযোগ ব্যবস্থার অস্থিতিশীলতা
খ. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
গ. শ্রমিকদের কর্মবিমুখতা
ঘ. সুমনার কর্মস্থলে যাওয়ার অনীহা

৪। উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার প্রভাবে

i. দ্রব্যের যোগান বাড়বে
ii. দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ কমে যাবে
iii. দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যাহত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii  খ. i ও iii  গ. ii ও iii  ঘ. i , ii ও iii

# পাঠ ১০.৪ বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন কার্যক্রম (Public and Private Development Activities in Bangladesh)

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

## মূলপাঠ

### বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম

১। **আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো গঠন:** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আবশ্যকীয় আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বাংলাদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। বাংলাদেশ সরকার রাস্তাঘাট, সেতু, বাঁধ, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি নির্মাণ এবং যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

২। **অর্থসংস্থান:** বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অর্থসংস্থান। সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ উৎস এবং বৈদেশিক উৎস থেকে অর্থসংস্থান নিশ্চিত করে বিশেষভাবে দায়িত্ব পালন করে।

৩। **আয়-বৈষম্য হ্রাস:** দেশের আয় বৈষম্য হ্রাস করার মাধ্যমে জনগনের সঞ্চয় ও ভোগ প্রবণতা বাড়িয়ে সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। বাংলাদেশ সরকারের সংস্কার নীতির মাধ্যমে বিত্তশালী লোকদের নিকট থেকে আদায়কৃত অর্থ দরিদ্র ও স্বল্পবিত্তের লোকদের কাজে লাগিয়ে আয় বৈষম্য হ্রাস করে।

৪। **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি:** বাংলাদেশ সরকার ক্রমবর্ধমান কর্মসংস্থান ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধির চেষ্টা চালাচ্ছে।

৫। **উন্নয়নের নীতি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন:** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া গতিশীল করার জন্য সরকার উন্নয়নের নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উদাহরণস্বরূপ কৃষিনীতি, শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি।

৬। **প্রযুক্তিগত উন্নয়ন:** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন আবশ্যক। সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তিগত উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

৭। **পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন:** বাংলাদেশ সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কার্যক্রম দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকেন।

৮। **প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার:** দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯। **বহির্বাণিজ্যের উন্নয়ন:** উন্নত রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সৌহার্য্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে সরকার বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিজস্ব স্থান করে নিতে চেষ্টা চালায়। নিরপেক্ষ বাণিজ্যনীতি ও নিয়ন্ত্রিত আমদানি ও রপ্তানি নীতির মাধ্যমে সরকার বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতিকূলতা বহুলাংশে দূর করার চেষ্টা চালায়। সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে ভূমিকা পালন করছে তা প্রশংসার যোগ্য হলেও দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে ও দেশের জনগনের স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নে সরকারকে আরও ক্রমবর্ধমান হার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ত্বরান্বিত করতে হবে।

### বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা

বেসরকারি খাত ভোগ, বিনিয়োগ ও নীট রপ্তানি আয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধিতে অনকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত: শিক্ষা ও উৎপাদনশীল প্রকল্পে বিনিয়োগের ফলে দীর্ঘমেয়াদী টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়। বাংলাদেশে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের প্রসারকল্পে সরকার বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন, আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাইরে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিশেষত: ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট ১,৪৩২টি বেসরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ ছিল ৬৮,২৯১ কোটি টাকা। যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) দাঁড়িয়েছে

৮৯৪টি প্রকল্পে মোট ৫৩,৬৯৭ কোটি টাকা। ব্যক্তিখাতে তৈরি পোশাক ও নীটওয়ার শিল্পের বিকাশ শিল্প খাতকে গতিশীল করে তুলছে এবং দেশে বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। ফলে এ খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত) মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎ ২২,৬৯১ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার যার ৪৫.৫১ শতাংশই বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়েছে এবং ৬.৯১ শতাংশ বিদ্যুৎ আমদানি খাত হতে এসেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দেশের মোট বিনিয়োগ জিডিপির ২৮.৯৭ শতাংশ যার মধ্যে বেসরকারি খাতের অবদান ২২.০৭ শতাংশ (উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৫)। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য।

বিশ্বব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) প্রকাশিত ডুয়িং বিজনেস, ২০১৪ শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী এজ অব ডুয়িং বিজনেস গ্লোবাল র‍্যাংক এ বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৯টি দেশের মধ্যে ১৭৩তম। তবে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৪৩তম। তাছাড়া ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশর অবস্থান ১৩১তম এবং ব্যবসা শুরু ও কর প্রদানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১১৫তম ও ৮৩তম স্থানে রয়েছে।

আমাদের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহে বেসরকারি খাতে বরাদ্ধ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় বেসরকারি খাতে সর্বাধিক পরিমাণ যা মোট বরাদ্দের ৫৬.১৭ শতাংশ। বেসরকারি উদ্যাক্তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠান করা হয়েছে। তাই আশা করা যাচ্ছে, আগামীতে আমাদের বেসরকারি খাত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।

**শিক্ষার্থীর কাজ**

বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমে কিভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ ভূমিকা রাখতে পারে? বিশ্লেষণ করুন।

**সারসংক্ষেপ**

- সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে ভূমিকা পালন করছে তা প্রশংসার যোগ্য হলেও দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে ও দেশের জনগনের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে সরকারের আরও উদ্যোগী হতে হবে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারী খাতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪

**বহুনির্বাচনি প্রশ্ন**

১। নিচের কোনটি সরকারের কার্যক্রম হওয়া উচিত নয়?

ক. অবকাঠামো গঠন খ. অর্থসংস্থান গ. আয়-বৈষম্য হ্রাস ঘ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি

২। ১৯৮৬ সালের নয়া শিল্পনীতিতে কয়টি শিল্প উপখাতে ব্যাক্তি বিনিয়োগ নিষিদ্ধ?

ক. ১১ টি খ. ১৫ টি গ. ১৭ টি ঘ. ৭ টি

৩। পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় বেসরকারি খাতে মোট বরাদ্দের কত অংশ?

ক. ৪৬.১৭ খ. ৫৬.১৭ গ. ৩৬.২৭ ঘ. ৬৬.১৭

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**সৃজনশীল প্রশ্ন**

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হচ্ছে। এমতাবস্থায় বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ 'ক' একই সাথে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতিও জোর দিতে পরামর্শ প্রদান করেন।

ক. উন্নয়ন কাকে বলে?

খ. প্রবৃদ্ধি বলতে কি বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের আলোকে অর্থনীতিবিদের প্রস্তাবে যথার্থতা আলোচনা করুন।

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রযাত্রা প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে গুরুত্বের ওপর উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করুন।

২। 'মি. ক' একজন ভূটান বাসী। তিনি জাপানে বেড়াতে যান। উন্নত দেশের অগ্রগতি দেখতে তার ইচ্ছা হয় ভূটানও একদিন উন্নয়নশীল দেশ হয়।

ক. বাংলাদেশ কি ধরণের দেশ?

খ. উন্নত দেশ বলতে কী বোঝায়?

গ. মি. ক এর ইচ্ছা পুরণ হলে ভূটান কী কী বৈশিষ্ট্য থাকবে।

ঘ. বাংলাদেশকে উন্নত দেশে উপনীত করতে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায়, উত্তরে স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

৩। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন এক নয়। উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের ও বেসরকারি খাতের ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক. উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বকে কত ভাগে ভাগ করা যায় এবং কি কি?

খ. অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কি বুঝায়?

গ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা কর।

ঘ. বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানব সম্পদ উন্নয়নের কতটুকু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বিশ্লেষণ কর।

৪। বাংলাদেশের জনসংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকায় মাথাপিছু উৎপাদন অনেক হ্রাস পেয়েছে।

ক. বাংলাদেশ অর্থনীতির উন্নয়নে সবচেয়ে বড় সমস্যা কোনটি?

খ. রাজনৈতিক অস্থিরতা বলতে কী বোঝায়?

গ. উল্লেখিত সমস্যা বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নে একমাত্র বাধা নয়, আলোচনা করুন।

ঘ. অর্থনীতির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে কি কি পদক্ষেপ অপরিহার্য বলে মনে করেন।

৫। BIDS বাংলাদেশের একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ASA একটি বেসরকারি এজেন্সি, কিন্তু দুটি প্রতিষ্ঠানেরই উদ্দেশ্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

ক. পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় বেসরকারি বরাদ্দ কত?

খ. আয় বৈষম্য বলতে কী বোঝায়?

গ. সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে BIDS এ কি কি কাজ হয়?

ঘ. BIDS এর সাথে ASA এর কার্যক্রম ও অর্থনীতি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কর।

## উত্তরমালা

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| পাঠ ১০.১: | ১। ঘ | ২। গ | ৩। ক | | |
| পাঠ ১০.২: | ১। ঘ | ২। ক | ৩। খ | ৪। গ | ৫। ঘ |
| পাঠ ১০.৩: | ১। ঘ | ২। ঘ | ৩। খ | ৪। গ | |
| পাঠ ১০.৪: | ১। ঘ | ২। খ | | | |